APR 1 1 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...

১২টি নয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৬টির ক্লাস শুরু জুলাই থেকে

প্রফুল্ল কুমার ভক্ত ও লিয়াকত আলী বাদল : শিক্ষা মন্ত্রণালয় আগামী জুলাই মাস থেকে ৬টি নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ জন্য দরকারবোধে ভবন ভাড়া করা এবং সংশোধিত প্রকল্প ছকে (পিপি) টাকা বরাদ্দ রাখারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

দেশের যে ১২টি পুরনো জেলায় কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই, সেখানে একটি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেরঅগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. সাদত হুসাইন। দ্বিতীয় পর্যায়ের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়কে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত এবং প্রকল্প ছক সংশোধন করারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ওই সভায়। সংশোধিত প্রকল্পের মেয়াদ আগামী ২০০৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বাকি ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় আগামী বছরের জুলাই থেকে চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৩শ ছাত্রছাত্রী এবং প্রতিটি বিভাগে ২০-২৫ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যয় ধরা হয়েছে ২৩ কোটি ৬০ লাখ টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৩শ ১৩ কোটি ৪০ লাখ ৭৪ হাজার টাকা। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থাপনের সময়সীমা ধরা হয়েছিল ২০০৭ সালের ৩০শে জুন। তবে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর এগিয়ে আনা যেতে পারে। দুটি পর্যায়ে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে যে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে সেগুলো হলো : দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ, রংপুর, টাঙ্গাইলের মওলানা ভাসানী, গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, পটুয়াখালী ও রাঙ্গামাটি

দেয়ার জন্যে রাষ্ট্রপতিকে আহ্বান জানান।

ক্লাস : প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে যেগুলো স্থাপন করা হবে সেগুলো হচ্ছে : বরিশাল, কুমিল্লা, যশোর, নোয়াখালী, পাবনা এবং বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত মাত্র ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত সরকারি নিয়ন্ত্রণে মাত্র ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে সরকারি নিয়ন্ত্রণে ১৩টি এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। দেশে বর্তমানে লোকসংখ্যা কমপক্ষে ১৩ কোটি। স্বাধীনতার পর থেকে যে হারে জনসংখ্যা বেড়েছে, সে তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০ হাজার এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। অথচ দেশের ৫টি বোর্ড থেকে প্রতিবছর ১ লাখ ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী প্রথম বিভাগ নিয়েই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এসব মেধাবী ছাত্রছাত্রীর ভেতর থেকে মাত্র ২৫ হাজার কারিগরি ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী বঞ্চিত হয় শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে।

এ সমস্যা মোকাবিলা এবং যুগের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে দেশের যে ১২টি বৃহত্তর জেলায় কোন রকম বিশ্ববিদ্যালয় নেই, সরকার সেখানে একটি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়। জেলাগুলো হচ্ছে : রংপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, যশোর, ফরিদপুর, নোয়াখালী, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, পাবনা, পটুয়াখালী, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং বগুড়া। এসব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ৯০ কোটি ৫৭ লাখ ১৬ হাজার টাকা ব্যয়সাপেক্ষ প্রকল্প সারপত্র (পিসিপি) প্রণয়ন করে। তাতে জমি কেনা, জমির উন্নয়ন, ভবন নির্মাণ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও বইপত্র কেনার প্রাথমিক খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৯৭ সালের ১৯শে মে অনুষ্ঠিত প্রাক-একনেক সভায় অনুমোদন করা হয় এ পিসিপি। ওই বছরের ১৮ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এ পিসিপি অনুমোদন করা হয়। প্রথমে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমির আয়তন ধরা হয়েছিল ১০ একর। পরে জমির আয়তন ধরা হয়েছে ৫০ একর। ১৯৯৮ সালের ২৫শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত একনেক সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয় সংশোধিত পিসিপি।